প্রথম আলো

তারিখ ... 31 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৮ ...

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির দখল নিয়ে মালিকদের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে মালিকদের বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। একপক্ষ গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে যেতে চাইলে অপর পক্ষ বাধা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রগুলো বলছে, মালিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছে। একপক্ষে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য মেয়াদ শেষ হওয়া উপাচার্য আবুল হাসান মো. সাদেক ও অপর পক্ষে আছেন তাঁর ভাই হারুন মিয়া। পারিবারিক লোকদের নিয়ে করা নয় সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ডের মধ্যে সাদিকের পক্ষে আছেন তিনজন এবং হারুন মিয়ার পক্ষে আছেন ছয়জন। একপর্যায়ে ছয়জনের পক্ষটি সাদিকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে। ট্রাস্টি বোর্ড থেকে মো. সাদিককে বহিষ্কারও করা হয়েছে। এ নিয়ে পরস্পরবিরোধী মামলা চলছে। সাবেক উপাচার্য আবুল হাসান মো. সাদেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা ও সনদ বিক্রিসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গত কয়েক বছর ধরে আচার্য যোগ দিচ্ছেন না।

গতকাল হারুন মিয়ার পক্ষে ট্রাস্টি-বোর্ডের সদস্যসচিব মঞ্জুর এ এলাহীর নেতৃত্বে কয়েকজন উত্তরায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে গেলে সেখানে আগে থেকেই অবস্থান নেওয়া সাদেকের পক্ষের লোকজন ফটক আটকে বাধা দেন। একপর্যায়ে মঞ্জুর এ এলাহী ভেতরে প্রবেশের জন্য ফটকে ধাক্কাধাক্কি করেন। ততক্ষণে পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ফটক ভেঙে ভেতরে যাওয়া যাবে না।

এ বিষয়ে মঞ্জুরে এ এলাহী *প্রথম আলোকে* বলেন, আদালতের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় তারা প্রশাসনিক ভবনে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধার কারণে তারা যেতে পারেননি। তিনি মেয়াদ শেষ হওয়া উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে মো. সাদিক মুঠোফোনে বলেন, ওই পক্ষের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতেন। অনিয়মের কারনে তাঁদের বহিষ্কারের পর পাল্টা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন। এরপর মাঝেমধ্যে তাঁরা ক্যাম্পাসে আসার চেষ্টা করেন। গতকালও তারা এলে নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দিয়েছে।